এক নজরে দিনাজপুর জেলার প্রবেশন কার্যক্রমের তথ্যাদি

অপরাধ হলো আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় কাজ। প্রতিটি সভ্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। অপরাধের শাস্তি স্বরূপ যখন কোন অপরাধীকে কারাগারে প্রেরণ করা হয় , কারাগারে থাকাকালীন সময়ে যে অন্যান্য দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে মারাত্নক ধরনের অপরাধের অভিজ্ঞতা ও ক্ষতিকর শিক্ষা লাভ করে থাকে। তাই একজন অপরাধীর শাস্তিদান ব্যবস্থার পরিবর্তে সংশোধনমূলক ও পুনর্বাসন মূলক ব্যবস্থা উদ্ভাবন হয়েছে। ১৯৬০ সালে 'The Probation of ofenders ordinance ' জারির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম শুরু হয়।

বর্তমানে ৮টি সি এম এম কোর্টসহ ৬৪টি জেলায় সর্বমোট ৭২টি ইউনিটে প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রবেশন: প্রবেশন অর্থ পরীক্ষাগার। অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি এবং আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা কোন শিশুকে কারাগারে না রেখে বিজ্ঞ আদালতের আদেশে শর্ত সাপেক্ষে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে তার পরিবার ও সামাজিক পরিবেশে রেখে কৃত অপরাধের সংশোধন ও তাকে সামাজিকভাবে একীভূতকরণের সুযোগ দেয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে 'প্রবেশন ' ।

প্রবেশন আদেশ: 'প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' ১৯৬০ (এ্যক্ট ১৯৬৪) এর ধারা ৫ অথবা শিশু আইন , ২০১৩ সংশোধিত ' (২০১৮) এর ধারা ৩৪ উপধারা (৬) এর অধীন কোনো "প্রবেশন আদেশকে " বোঝায়। বিজ্ঞ আদালত অপরাধের প্রকৃতি ,অপরাধীর চরিত্র, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এবং অপরাধ সংঘটনের তার সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করে প্রবেশন আদেশ প্রদান করে থাকে।

Probation of ofenders ordinance .১৯৬০ (এ্যক্ট ১৯৬৪) এর আলোকে প্রদেয় সেবাঃ

* বিজ্ঞ আদালতের আদেশে প্রবেশন কার্যালয়ের মোট প্রবেশনার ২৫৬ জন। অব্যাহতি প্রাপ্ত ১২০ জন।বর্তমানে দিনাজপুর জেলায় ৯৬ টি প্রবেশন কেইস চলমান আছে। মোট প্রবেশনার ১৩৬ জন, পুরুষ ১১৫ ও নারী ২১ জন ।

প্রবেশনারদের আদেশে বর্নিত শর্তাবলী সর্ম্পকে অবগত করাসহ নিয়মিত মোটিভেশন , কাউন্সেলিং ও ফলোআপের মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করা হয়। চারিত্রিক সংশোধন ও পুনঃঅপরাধ থেকে বিরত রাখা । প্রবেশন মেয়াদ শেষে পুনর্বাসন কার্যক্রম চলমান।

* ১৮ বছরের কোন কিশোর বা কিশোরী তুচ্ছ ঘটনার কারণে আটক হলে তাকে আদালতে প্রেরণ না করে তাদের পিতা মাতা বা বৈধ্য অভিভাবকদের ডেকে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ,দায়িত্ব প্রাপ্ত থানার নারী ও শিশু সেল বিষয়ক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে সকলের একই মতামতের ভিত্তিতে আটককৃত কিশোর -কিশোরীকে তাদের পিতা-মাতা বা বৈধ্ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

- কারাগারে থাকা শিশু /কিশোরদের অবস্থার উন্নয়ন ও মুক্তি বিষয়ে শুরু হতে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত মোট সভার সংখ্যা ১৬৬টি । বিজ্ঞ আদালতের আদেশ মোতাবেক এ যাবৎ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পুলেরহাট যশোরে ৬৪৩ জন এবং সেইফ হোম ,বায়া রাজশাহীতে ২০২ জন কিশোরী সহ সর্বমোট ৮৪৫ জন কিশোর কিশোরীকে প্রেরণ করা হয়।
- আইনের সংঘাতে, আইনের সংস্পর্শে আসা এবং সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের তথ্য পাওয়া মাত্রই সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক উদ্ধর্তন কতৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে তাদের নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

- প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসের আওতায় অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে দিনাজপুর জেলা কারাগারে কারাবন্দিদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যেমন- দর্জি প্রশিক্ষণ , ইলেকট্রিক এন্ড ওয়্যারহাউজিং (বিদ্যুৎ) , প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস (ওয়াটার লাইন) এর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে কারাগারে ক্রিস্টাল মেটাল দিয়ে শোপিস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।।
- কারাবন্দিদের চিত্তবিনোদনের জন্য জেল সুপার জেলা কারাগার দিনাজপুর মহোদয়ের চাহিদা মোতাবেক ইতোপূর্বে হারমোনিয়াম , ডুগি , তবলা , সেলাই মেশিন , অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে।
- শুরু হতে অদ্যাবধি জেলা কারাগারে অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে পুরুষ কয়েদিদের ইলেকট্রনিক্স (বিদ্যুৎ) ৭৫জন ,প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস (ওয়াটার লাইন) ৫০জন ও নারীদের মাঝে ১০০ জনকে দর্জি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।
- **১জনকে ভ্যানগাড়ি ক্রয় করে পুনর্বাসন করা হয়েছে । ৩ জনকে ৫০০০ টাকা করে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ১ জন কে ১০০০০ টাকা সাজা মওকুফের জন্য দেওয়া হয়েছে। গত মাসে ১ জনকে ২০০০ টাকা সাজা মওকুফের জন্য দেওয়া হয়েছে। ৮ জনকে প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস (ওয়াটার লাইন) এর সহায়ক উপকরণ (যন্ত্রপাতি) টুলবক্স প্রদান করা হয়।**
- ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ০৪ জন প্রবেশনারদের পুর্নবাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে ।